দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 23 2002

নেত্রীর সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও

ছাত্রলীগ কমিটি থেকে বিবাহিত, অছাত্রদের বাদ দেয়া হয়নি!

ওবায়দুল কবির ॥ সাংগঠনিক নেত্রীর সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও ছাত্রলীগের নবগঠিত কমিটির বিবাহিত ও অছাত্রদের

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ছাত্রলীগ কমিটি থেকে

(প্রথম পাতার পর)

বাদ দেয়া হয়নি। কার্যকর কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি নতুন কমিটি পুনর্গঠনের। এ নিয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। ছাত্রলীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ওবায়দুল কাদের অবশ্য জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন, সভানেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী নতুন কমিটি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। তিনি বিষয়টিকে রেশ জটিল উল্লেখ করে বলেন, এজন্যই কিছুটা সময় নিতে হচ্ছে।

জাতীয় সম্মেলনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে গত এপ্রিল নির্বাচিত করা হয়েছে সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক। নতুন সভাপতি লিয়াকত শিকদা এবং সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু জে থাকায় ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে চার সাবে ছাত্রনেতা বসে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করেন। নতুন কমি প্রকাশের পরই এ নিয়ে সারা দেশে বিরূপ প্রতিক্রি সৃষ্টি হয়। ঢাকায় দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাও এবং সংগঠনের কার্যালয়ে তালা লাগানোর মতো ঘটন ঘটে। এমন একটি পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক নেত্রী শে হাসিনা নিজে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি সাত দিনের ম বিবাহিত ও অছাত্রদের খুঁজে বের করে কমিটি থে বাদ দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ওবায়দুল কাদের নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী নতুন কমিটির সকল কর্মক ও সদস্যকে সাত দিনের মধ্যে তাদের সার্টিফিকেট য দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এদের মধ্যে বিবাহিত খুঁজে বের করারও উদ্যোগ নেয়া হয়। জানা গেছে, মধ্যে বিবাহিত এমন ১২/১৩ জনের সন্ধান পা গেছে। তবে নির্দেশ অনুযায়ী অনেকেই সার্টিফি জমা দেয়নি। এমন একটি অবস্থায় কমিটি পুনর্গঠ বিষয়টি ঝুলে গেছে বলে ছাত্রলীগ নেতারা করছেন।

তাঁরা বলেন, দীর্ঘদিন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ এমন নেতাদের কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় বলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রলী নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই এবং অবস্থা সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত নন। ফলে যাঁরা করতে পেরেছেন তাঁরাই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গত কমিটি গঠনের সময়ও এমন অভিযোগ উঠে ক্ষোভের মুখে সেসময়ও কমিটি পুনর্গঠনের দেয়া হয়েছিল। পরে তা আর হয়ে ওঠেনি। সময় করে বিষয়টি তামাদি করে দেয়া হয়েছিল। তার করছেন এবারও একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়ে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে ছাত্রলীগের দায়ি নেতা ওবায়দুল কাদের জনকণ্ঠকে বলেন, নতুন থেকে অছাত্র ও বিবাহিতদের খুঁজে বের করার প্রথমে সাত দিন সময় নেয়া হয়েছিল। পরে তা সাত দিন বাড়ানো হয়। এখনও কাজ চলছে।